সংক্ষেপে কয়েকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু তত্য

।। অসুর।।

এঁরা আদি অস্ট্রাল আদিবাসী। মৌখিক ভাষা অস্ট্রো - এশিয়াটিক গোষ্ঠীর। আদি জীবিকা লোহা গলানো। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে - কৃষি - শ্রমিক হিসেবে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত। এঁরা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি জেলার আদিম বাসিন্দা। নানাবিধ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে স্বল্পসংখ্যক পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। মুন্ডাদের সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। উৎসব— ফাগুসেন্দ্রা, সোহারাই, সারহুল। লৌকিক দেবদেবী পুজো করেন। বলি প্রথা আছে।

।। টোটো।।

সহজ, সরল, অতিথিপরায়ণ, ঝগড়াবিমুখ এবং শান্ত টোটো জাতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর মানুষ। সংঘবদ্ধ সহজ জীবনযাপনের জন্য হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। এঁরা সর্বপ্রাণবাদী, কিন্তু কোন মূর্তি পূজা করেন না। এঁদের সঙ্গীত-নাচ-লোককথা খুব সমৃদ্ধ। তাঁদের ধর্মীয় সংগীতগুলিতে পুরানো ঐতিহ্যের স্পর্শ রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা ভুটান সীমান্তে টোটোপাড়ায় থাকেন টোটো আদিবাসী গোষ্ঠী। বিরহড়, ড্রুকপা, ধিমাল প্রভৃতি আদিবাসী সংখ্যা টোটোতের দেয়ে কম হলেও এঁরা বিহার, ওড়িশা, নেপাল, সিকিমেও রয়েথে। কিন্তু টোটোপাড়া ছাড়া আর কোথাও টোটো নেই। তাই এঁরা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম আদিবাসী গোষ্ঠী।

স্বাধীন ভারতের ১৯৫০ সালে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের উদাসীনতায় ও অবিমৃষ্যকারিতায় টোটোপাড়ায় বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ও জমি দখল ঘটে। ফলে টোটোদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮০টি পরিবারের ৯২৬ জন টোটো। অর্থাৎ ৪১ শতাংশ। মোট জনসংখ্যা ২২৪৫ জনের মধ্যে বহিরাগত ৫৯ শতাংশ।

এথ্নিক অর্থাৎ জাতিগতভাবে এঁরা ভুটানের টাক্টাপ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত বলে অনেক বিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন।

টোটোদের ভাষা তিব্বতি - বর্মি গোষ্ঠীর।

।। শবর।।

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলাতেই বেশি সংখ্যায় শবর রয়েছেন। সামান্য সংখ্যায় রয়েছে দিনাজপুরে। মোট শবর সংখ্যা হাজার আটেক হবে। এঁদের ভাষা মুন্ডারি গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। বর্তমান অনেকেই বাংলায় কথা বলেন।

মূলত কৃষিজীবী শবরদের শতকরা ৯০ জনের কোনো কৃষিজমি নেই। লোধা, বিরহড়, টোটোদের মতোই এঁরা হতদরিদ্র। আবহমান কাল ধরে প্রতিবেশীদের উপেক্ষা, অবজ্ঞা শান্ত, বিনয়ী সদা সন্ত্রস্ত শবরদের হতবাক করে রেখেছে। সাক্ষর অতি অল্প।

আদিবাসী ঐতিহ্যের কিছু কিছু ধর্মীয় আচার পালন করলেও হিন্দুদের ধর্ম ও দেবদেবীকেই বেশি আপন করে নিয়েছেন।

মহাকাব্যের বিশ্বামিত্র পুরাণে শিবের সঙ্গে শবরদের সম্পর্কে কথা আছে, পুরাণে শবরদেহ বলা হয়েছে 'অভিশপ্ত' গোষ্ঠী। 'অভিশপ্ত' বিষয়টি হিন্দুদের রটনা। কিন্তু শবর ঐতিহ্যে ধরা পড়ে। চর্যাপদে 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী'-র উল্লেখ আছে।

।। বিরহড়।।

বির অর্থ জঙ্গল আর হড় মানে মানুষ। এঁরা জঙ্গালে থাকতে অভ্যস্ত বলে এরকম নাম। অনেকের মতে সাঁওতালদের একটি শাখা আরও গভীর জঙ্গালে চলে যায় একসময়। তাঁরাই বিরহড়। এদের দুটি শ্রেণী আছে। যাঁরা উথলু বিরহড়, তাঁরা যাযাবর ছিলেন। কিন্তু জাগী বিরহড় বনভূমির মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেই ভালোবাসেন। পশ্চিমবঙ্গের বিরহড়রা দ্বিতীয় শ্রেণী। ঝাড়খন্ডের রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডিতেই বেশি থাকেন এঁরা। ভাষা অস্ট্রো - এশিয়াটিক গোষ্ঠীর। এঁরা মুন্ডারি ভাষায় কথা বলেন। অত্যন্ত দরিদ্র বিরহড়দের প্রধান উপজীবিকা দড়ি পাকিয়ে বাজারে বিক্রি করা, মাছ ধরা, শিকার করা, ফলমূল জোগাড় করা কয়েকজন ক্ষেতমজুরের কাজ করেন। প্রধান দেবতা সিংবোঙা, প্রধান দেবী বুড়িমাই সূর্য হল সিংবোঙার প্রতীক। উৎসব — করুক, সোহরাই, সরহুল।

।। মেচ।।

পশ্চিমবঙ্গে মেচ আদিবাসী গোষ্ঠী সাধারণত বাস করেন হিমালয়ের নীচে সমতলে তাঁদের সংখ্যা বেশি নয়। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক থাকেন জলপাইগুড়ি জেলার কুমার গ্রাম, আলিপুরদুয়ার, কালচিনি এবং মাদারিহাট এলাকায়। মেচরা অধিক সংখ্যায় থাকেন আসনে, অসম রাজ্যে এঁদের পরিচিতি বেড়ো আদিবাসী হিসেবে। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মেচদের ভাষা তিব্বতি - বর্মি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। একসময় মেচরা অতি দক্ষ শিকারী ছিলেন। এখন অধিকাংশই কৃষির সঙ্গে যুক্ত। ধানও সুপারি চাষে এঁরা খুব দক্ষ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু মহাজনের কাছে ঋণের চাপে তাদের আর্থিক অবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। মেচরা খুব দক্ষ লোকশিল্পী, প্রতি ঘরে মেচ নারীরা এন্ডি তৈরি করেন। সুতো থেকে অপরূপ কাপড় বোনেন। এসব হাট - বাজারে বিক্রি করে উপার্জন করেন। মেচদের এন্ডি চাদর খুব সুন্দর।

গ্রামীণ সমাজের প্রধান হলেন ফারিয়া, তিনি হবেন অতি সজ্জন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। নিজেদের পুরোহিত দেউসি ও তাঁর সহকারী পানথোল রয়েছেন। এরা লৌকিক ধর্মকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। কোনো বস্তুর মধ্যে অতি মানবিক গুণ আরোপ করে তাঁকে পুজো করেন। ঔপনিবেশিক ভারতে কিছু মেচ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

মেচ আদিবাসী মানুষ বিনয়ী, বুদ্ধিমান, সৎ, কাজে - কথায় বিশ্বাসী এবং সৌজন্যবোধে মধুর। প্রতিবেশির প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের বিশ্বাসী। মেচ নারীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ তুলনাহীন।

।। ড্রকপা।।

পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর - পূর্বে ভারত - ভূটান সীমান্ত বক্সাদুয়ার এলাকায় ড্রুকপা আদিবাসীদের বাস। এঁরা থাকেন সাধারণত সিনচুলা পর্বতমালার কোলে চুনাভাটি, তালিগাঁও, লেপচাথা, ওচথুম ও আদামা বনভূমির গায়ে।

ভূটানের সঙ্গে ধর্মীয় - ভাষাগত - সংস্কৃতিগত নৈকট্যের কারণে এঁরা অনেকেই ভূটানে চলে যান।

এঁরা তিব্বতি মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠী। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এঁদের ধর্মীয় ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে।

এঁদের ভাষার নাম জংঘা। তিব্বতি - বর্ণি ভাষা একটি উপশাখা। ড্রুকপারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের ড্রুক কারগুপা শাখার অন্তর্গত। এঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। এঁরা মূলত কৃষিজ শস্যের মালবাহক। দিনমজুরিতে অন্যতম জীবিকা। বনবিভাগের সামান্য জমিতে ভুট্টা, আদা, লেবু, স্কোয়াস উৎপাদন করেন।

সদাহাস্যময়, সৎ, কর্মঠ, অতিথিপরায়ণ হিসেবে এঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

আদিবাসী জনজাতি সম্পর্কে শ্রী দিব্যজ্যোতি মজুমদার লিখিত ''পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী লোককথা'' থেকে তথ্যগুলো সংগৃহীত।